রামশরণ শর্মা ও সুকুমারী ভট্টাচার্য উভয়েই দেখিয়েছেন কেমন করে প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে, যেমন—ব্রাহ্মণ, গৃহ্যসূত্র এবং পরবর্তী সাহিত্যে, যেমন— স্মৃতি, পুরাণ এমনকি জ্যোতিষশাস্ত্রেও শূদ্র ও নারীর সহ-উল্লেখ করা হয়েছে। এইভাবে মর্যাদার মাপকাঠিতে নারীকে শূদ্রের স্তরে নামিয়ে আনা হয়েছে। গুপ্তযুগে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের কন্যা প্রভাবতী দেবীর মতো কাশ্মীর, উড়িষ্যা ও অন্ধ্রেও মহিলারা প্রশাসনিক কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। অভিজাত পরিবারের মহিলাদের বিদ্যার্জনের সুযোগও ছিল। বাৎস্যায়ন লিখেছেন যে, আদর্শ পত্নী স্বামীর আয়-ব্যয়ের হিসাব রাখত। গুপ্তযুগে লিখিত 'অমরকোষ'-এ বৈদিক মন্ত্রের শিক্ষিকার কথা বলা হয়েছে। শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রার সময় কণ্বমুনির উপদেশে এক আদর্শ ধর্মপত্নীর চিত্র আঁকা হয়েছে। কিন্তু এই দৃষ্টান্তগুলির দ্বারা সমাজের অন্যান্য শ্রেণির নারীকে বিচার করলে ভুল হবে। কারণ শিক্ষার সুযোগ ও কিছুটা স্বাধীনতা ভোগ করত অভিজাত পরিবারের মহিলারা। শিক্ষিতা নারীর সংখ্যা ছিল নগণ্য। সেযুগে বৌদ্ধ সন্ন্যাসিনী, অভিনেতা ও গণিকারা গুপ্তসমাজে অনেকটা স্বাধীনতা ভোগ করত। গুপ্তযুগে বাল্যবিবাহ প্রসারিত হয় ও বিদ্যাচর্চা হ্রাস পায়। বিধবাদের অবস্থার অবনতি ঘটে, নারীরা সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত হন, সতীদাহপ্রথা বৃদ্ধি পায়। গণিকাবৃত্তির প্রসার ঘটে এবং দেবদাসীর সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। কোনো কোনো ঐতিহাসিক মনে করেন, সতীদাহের ঘটনা এযুগেই প্রথম ঘটেছিল। ক্রমে তা পূর্ব ভারত ও নেপালে বিস্তার লাভ করে।

উপসংহার: গুপ্তযুগের সমাজে নারীর স্থান কী ছিল এই গবেষণায় সুকুমারী ভট্টাচার্য সমকালীন শাস্ত্রাদি গভীরভাবে অনুসন্ধান করেও নারীজাতিকে সেকালের সমাজে সম্মানজনক আসনে দেখতে পাননি। তিনি লিখেছেন, অশিক্ষার অন্ধকারে নির্বাসিত, স্বাধীন অর্থকরী বৃত্তি থেকে বঞ্চিত নারী আপন রূপ-যৌবন ও শ্রমের বিনিময়ে যেখানে অধিষ্ঠিত ছিল তা আর যাই হোক, সম্মানের নয়। ওই সমাজে একমাত্র স্বাধীন নারী ছিল গণিকা। সন্ন্যাসিনী ও পরিব্রাজিকার মতো যারা ছিল শিক্ষিতা তারাও মূল সমাজবৃত্তের বাইরে বিচরণ করত। তাদের সংখ্যা ছিল নগণ্য, তাদের ভূমিকাও ছিল গৌণ। সুকুমারী ভট্টাচার্য মন্তব্য করেছেন, পৃথিবীর অন্যান্য দেশের প্রাচীন সমাজেও নারী নির্যাতিত ছিল, পার্থক্য একটাই, সেসব দেশের পণ্ডিতেরা আজ দাবি করে না যে তারা নারীকে মাথায় করে রেখেছিল।

১৭ গুপ্ত ও মৌর্য শাসনব্যবস্থার তুলনা করো।

সূচনা: কয়েকজন ঐতিহাসিক এমন অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, গুপ্তদের শাসনব্যবস্থা মৌলিক ছিল না, মৌর্যদের প্রশাসনিক কাঠামোটিকে তাঁরা অনুসরণ করেছিলেন। কিন্তু একথা সত্য যে, মৌর্য ও গুপ্ত শাসনব্যবস্থার মধ্যে অনেক বিষয়ে অমিল রয়েছে।

তুলনা: যদিও মৌর্যযুগে শাসনব্যবস্থার যে কাঠামো তৈরি হয় তার কিছুটা গুপ্তযুগেও

দেখতে পাওয়া যায়, তা সত্ত্বেও গুপ্ত শাসনব্যবস্থা অনেকাংশেই নতুন ছিল। ⓚ মৌর্য শাসনব্যবস্থা ছিল ঘোরতর কেন্দ্রীভূত। গ্রাম ও জেলাস্তরে অশোকের গুপ্তচররা কেন্দ্রের জন্য সংবাদ সংগ্রহ করত। মহামাত্ররা সরাসরি কেন্দ্রের অধীনে ছিল। গুপ্ত শাসনব্যবস্থা ছিল বিকেন্দ্রীভূত। প্রদেশ ও জেলাস্তরে গুপ্ত শাসনব্যবস্থায় বহু ক্ষমতা ছড়িয়ে দেওয়া হয়। মৌর্যযুগে এ ব্যবস্থা ছিল না। ⓛ মৌর্য সম্রাটরা মন্ত্রী বা মন্ত্রীপরিষদের পরামর্শ মানতে বাধ্য ছিলেন না। শেষ সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা ছিল রাজার। গুপ্তযুগে রাজার সঙ্গে মন্ত্রী ও উচ্চ কর্মচারীরা ক্ষমতা ভাগ করে নিত। বংশানুক্রমিক মন্ত্রীপদ হওয়ায় রাজার পক্ষে সহসা মন্ত্রীকে অগ্রাহ্য করা সম্ভব হত না। গুপ্তযুগে মন্ত্রীপরিষদ সম্ভবত ছিল না। মৌর্যযুগে মন্ত্রীপরিষদ ছিল। গুপ্ত সম্রাটরা মন্ত্রীদের কাছ থেকে আলাদাভাবে পরামর্শ নিতেন। মন্ত্রীরা সম্মিলিতভাবে কোনো নীতি স্থির করতে পারত না। ⓜ গুপ্ত সম্রাটরা প্রদেশ ও জেলা শাসনে মৌর্যযুগ অপেক্ষা নতুন পরীক্ষানিরীক্ষার কাজ করেন। গুপ্তযুগে স্থানীয় প্রতিনিধিদের নিয়ে প্রতিনিধি সভা গঠন ছিল এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। মৌর্যযুগে অতিকেন্দ্রিকতার দরুন কোনোরূপ স্থানীয় প্রতিনিধি সভা গঠনের কথা ভাবা হয়নি। কিন্তু গুপ্তযুগে স্থানীয় শ্রেষ্ঠীপ্রধান, প্রথম কুলিক, প্রথম কায়স্থ প্রভৃতিদের নিয়ে নগর পরিষদ গঠিত হত। মোট কথা, মৌর্যসম্রাটদের শাসনের সঙ্গে জনগণের প্রত্যক্ষ কোনো যোগাযোগ ছিল না। কিন্তু গুপ্ত রাজাদের শাসনব্যবস্থায় জেলাস্তর থেকে এই শাসনের সঙ্গে জনপ্রতিনিধিরা যুক্ত ছিলেন। জনপ্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠানগুলি সরকারি প্রশাসনের সঙ্গে সহযোগিতা করে চলত। ⓝ গুপ্ত বিচারব্যবস্থা ও ফৌজদারি আইন ছিল মৌর্যযুগ অপেক্ষা অনেক উদার। ⓞ গুপ্ত শাসনব্যবস্থার সঙ্গে মৌর্য শাসনব্যবস্থার আর-একটি মৌলিক প্রভেদ এই যে, কেন্দ্রের নীতির বিরোধী না হলে প্রদেশ বা বিষয়ের শাসনকর্তারা স্থানীয় ভিত্তিতে নীতি নির্ধারণ করতেন। কেন্দ্র তাতে হস্তক্ষেপ করত না। মৌর্যযুগে এটা সম্ভব ছিল না। সকল কিছুরই নিয়ন্ত্রণ ছিল রাজধানী পাটলিপুত্রে রাজার হাতে। ⓟ মৌর্য শাসকরা বহু ধরনের কর স্থাপন করেছিলেন। করভার ছিল মৌর্য শাসনের বিরুদ্ধে জনগণের বিদ্রোহের একটি কারণ। কিন্তু গুপ্তযুগের কোনো তথ্যে প্রজাবিদ্রোহের উল্লেখ নেই।

উপসংহার: মৌর্য সম্রাটেরা স্বৈরাচারী শাসক হলেও কখনও দেবত্ব দাবি করেননি, তাঁরা শুধু দেবতাদের প্রিয় বা 'দেবানাংপ্রিয়' বলে পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু গুপ্তরা স্পষ্টভাবে দেবত্ব দাবি করেছেন। তাঁরা সাধারণ মানুষ নন, পৃথিবীতে তাঁরা 'লোকধামদেব' অর্থাৎ দেবতা। মৌর্যসম্রাট অশোকের উচ্চ রাষ্ট্রাদর্শ ছিল। প্রজাদের তাঁর নিজের সন্তান বলে তিনি ঘোষণা করেন ও তাদের ইহজাগতিক ও পারলৌকিক উন্নতির সব দায় তিনি নিজে গ্রহণ করেন। শুধু মানুষ নয়, প্রাণীজগতের মঙ্গলসাধন তাঁর কর্তব্য বলে ঘোষণা করেন। এরকম উচ্চ রাষ্ট্রাদর্শ গুপ্ত রাজাদের ছিল না।